ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন

জুলিয়েট রোজেটি, ফাতেমা আফরোজ, কুমার বিশ্বজিত দাস

৫ আগস্ট ২০২১

প্রেক্ষাপট

- স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা সুশাসনের একটি মৌলিক উপাদান; তথ্য জানা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার
  - জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদে (১৯৬৬) তথ্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত (অনুচ্ছেদ ১৯); জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে (২০০৫) তথ্য অধিকারের উল্লেখ [অনুচ্ছেদ ১০ (৩)]
  - টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬ তে উল্লিখিত টেকসই উন্নয়নসহ সর্বস্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তথ্যে প্রবেশগম্যতা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক; এসডিজি ১৬.১০-এ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার আহ্বান
- বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান (অনুচ্ছেদ ৩৯), যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তথ্য অধিকার
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণ; আইনের প্রারম্ভিকায় দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহকে গুরুত্ব প্রদান

প্রেক্ষাপট ...

- তথ্য অধিকার আইনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ; প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য ও সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচারের নির্দেশনা (ধারা ৬)

- তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪ অনুযায়ী
  - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত;
  - সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও এর আওতাভুক্ত কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও পদ্ধতি অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও হালনাগাদ করার নির্দেশনা

প্রেক্ষাপট ...

তথ্য অধিকার

তথ্য প্রকাশ ও প্রচার

- স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
  - ওয়েবসাইট
  - তথ্য বোর্ড, পুস্তিকা, লিফলেট ও অন্যান্য প্রকাশনা
- আবেদনভিত্তিক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

কম সময় ব্যয়

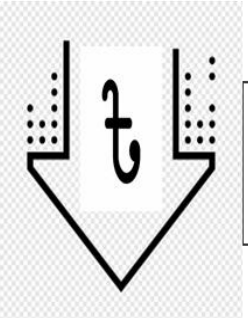

কম অর্থ ব্যয়

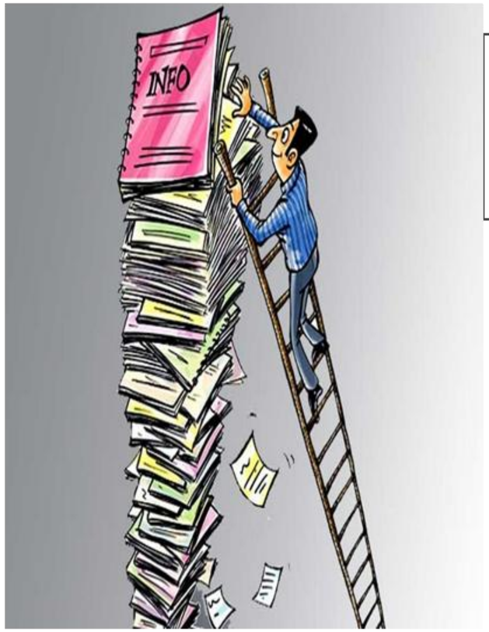

কম শ্রম সাপেক্ষ

যৌক্তিকতা

- জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন ও জবাবদিহি অর্জন টিআইবির অন্যতম কৌশল
- 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়নে টিআইবি'র অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা
- টিআইবি কর্তৃক ইতিপূর্বে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ঘাটতি চিহ্নিতকরণ; স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে উৎসাহিত করাসহ বিভিন্ন অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা
- তথ্য প্রকাশ ও প্রচার বিধিমালা এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশীজন স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার কিভাবে এবং কতটুকু করছে তার প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা সুনির্দিষ্ট গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান
- এ ঘাটতি পূরণসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রকাশের চর্চা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাবকে বিবেচনায় রেখে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চার মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে এই গবেষণা সম্পন্ন

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা

২. ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের র‍্যাংকিং করা

৩. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

৪. চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা

গবেষণার পরিধি

- তথ্য অধিকার আইনের অধীন বাছাইকৃত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট
  - সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও তাদের অধিভুক্ত জনগণের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরসহ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
  - বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও)
- তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য (*আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই এমন তথ্য পর্যবেক্ষণ এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়*)

তথ্য সংগ্রহকাল

- আগস্ট ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত

গবেষণা পদ্ধতি

- মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা - গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতা/ উৎস	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম
প্রত্যক্ষ তথ্য	ওয়েবসাইট জরিপ	• নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নির্দেশক অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য (প্রাতিষ্ঠানিক, কার্যক্রম, সেবা) পর্যবেক্ষণ • বিভিন্ন ডিভাইস থেকে ওয়েবসাইটে অভিগম্যতা পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট
	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	চেকলিস্ট
পরোক্ষ তথ্য	নথি পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট নথি/ প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন	-

গবেষণা পদ্ধতি: নমুনায়ন

ধরন	প্রতিষ্ঠানসমূহ নমুনায়নের শর্ত ও পদ্ধতি
সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান	• সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ; জনগণের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, বোর্ড, ব্যুরো; সাংবিধানিক/ সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, সংস্থা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির তালিকা তৈরি • তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী শ্রেণিকরণ • প্রতিটি শ্রেণি থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়ন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	• এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অনুদানপ্রাপ্ত* (বৈদেশিক অনুদানের ভিত্তিতে) ১০০টি এনজিওর তালিকা সংগ্রহ • উক্ত তালিকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়ন (সেবা ও অধিপরামর্শ প্রদানকারী উভয় ধরনের এনজিও)

** এনজিও ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী*

গবেষণা পদ্ধতি: নমুনায়ন ...

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ধরন	তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)	নমুনায়িত প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৫৭	৪৯*
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান (অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, বোর্ড, ব্যুরো)	৯০	৪৯
সাংবিধানিক/ সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (কমিশন, কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন)	৫৮	২৯
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, সংস্থা ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	৪৪	৩১
এনজিও	১০০	৪৯**
মোট	৩৪৯	২০৭

** সকল (৪০টি) মন্ত্রণালয়কে নমুনা হিসেবে বিবেচনা*

*** জাতীয় ২৭টি ও আন্তর্জাতিক ২২টি*

গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্র ও নির্দেশকসমূহ

ক্ষেত্র	নির্দেশক*	
তথ্যের ব্যাপ্তি	১. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৩. আপিল কর্মকর্তার নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৪. অভিযোগ দায়ের করার জন্য তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাদের নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৫. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৬. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ৭. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দায়িত্ব ৮. প্রশাসনিক কার্যক্রমের তালিকা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ ৯. পরামর্শক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ১০. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান	১১. সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা, নীতিমালা, ম্যানুয়াল ১২. বার্ষিক প্রতিবেদন ১৩. বাজেট বরাদ্দ/পরিকল্পনা ১৪. নিরীক্ষা প্রতিবেদন ১৫. সেবার ফি, সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও সময়সীমার বিস্তারিত বিবরণ ১৬. নাগরিক সনদ ১৭. মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন তথ্য ১৮. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে প্রদানকৃত তথ্যের হালনাগাদ বিবরণ ১৯. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা বা কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য

** তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০১৪ অনুযায়ী*

গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্র ও নির্দেশকসমূহ ...

ক্ষেত্র	নির্দেশক*
তথ্যে প্রবেশগম্যতা	১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বা পোর্টালে প্রকাশিত তথ্যে প্রবেশগম্যতা ২. যেকোনো ডিভাইসের মাধ্যমে প্রবেশগম্যতা ৩. নথিতে ব্যবহৃত ফন্ট বা ছবির প্রাপ্যতা ৪. নথিসমূহ ডাউনলোড সম্পর্কিত সুবিধা
তথ্যের উপযোগিতা	১. তথ্য প্রকাশের সময় ও তথ্য হালনাগাদকরণ ২. তথ্যের ব্যবহার উপযোগিতা

** তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ , তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০১৪ অনুযায়ী*

গবেষণা পদ্ধতি: স্কোরিং

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত তিনটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত মোট ২৫টি নির্দেশকে (তথ্যের ব্যাপ্তিতে ১৯টি, প্রবেশগম্যতায় ৪টি ও উপযোগিতায় ২টি নির্দেশক) তথ্য প্রকাশের মাত্রা পর্যবেক্ষণ
- প্রত্যেক নির্দেশকের জন্য পূর্বনির্ধারিত কোড অনুযায়ী স্কোর প্রদান (০ = কোনো তথ্য নেই; ১ = আংশিক তথ্য আছে; ২ = সম্পূর্ণ তথ্য আছে)
- তিনটি ক্ষেত্রের প্রযোজ্য সবগুলো নির্দেশকের স্কোর যোগ করে প্রতিষ্ঠানের মোট স্কোর গণনা
- প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ মোট স্কোরের (২৫টি নির্দেশকে সর্বোচ্চ মোট স্কোর ৫০) সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত মোট স্কোরের শতকরা হারে প্রকাশ
- কোনো নির্দেশক প্রযোজ্য না হলে ঐ নির্দেশকে স্কোর দেওয়া হয়নি; এক্ষেত্রে মোট স্কোরকে ভর দিয়ে ৫০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে সার্বিক স্কোর নিরূপণ করা হয়েছে
- প্রাপ্ত মোট স্কোরকে শতকরা হারে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং করা হয়েছে এবং তিনটি রংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে

গ্রেডিং	প্রাপ্ত স্কোরের শতকরা হার	ব্যবহৃত রং	
সন্তোষজনক	৬৭% - ১০০%	সবুজ	
অপর্যাপ্ত	৩৪% - ৬৬%	হলুদ	
উদ্বেগজনক	০%- ৩৩%	লাল	

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

তথ্য প্রকাশে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পাশাপাশি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ প্রকাশ
- বাংলাদেশ সরকার এটুআই প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় ২০১০ সালে জেলা তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের সূচনা করে; পরবর্তীতে ২০১৪ সালে জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সরকারি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ন্যাশনাল পোর্টাল ফরম্যাট' নামে অভিন্ন কাঠামো তৈরি
- তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা, প্রয়োজনীয় ফরম্যাট এবং কমিশনের কার্যক্রমের নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ

নমুনায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ফলাফল

- প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সরকারি ১৫৩টি প্রতিষ্ঠান ও ৩৯টি এনজিও, মোট ১৯২টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ওপর তথ্য সংগ্রহ - নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৭৬ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ২৪ শতাংশ এনজিও
- নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রায় ৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট নেই
- প্রায় ৩৭ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান সন্তোষজনক (৬৭% এর ওপর) স্কোর পেয়েছে; প্রায় ৮.৫ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্কোর উদ্বেগজনক
- কোনো এনজিও-ই সন্তোষজনক স্কোর পায় নি; ৯৪.৯ শতাংশ এনজিও'র স্কোর উদ্বেগজনক
- প্রথম দশটি র‍্যাংক/অবস্থানে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান - প্রাপ্ত স্কোর ৩৩ থেকে ৪২ এর মধ্যে। প্রথম স্থানে ৪২ স্কোর (৮৪ শতাংশ) পেয়ে যুগ্মভাবে রয়েছে খাদ্যমন্ত্রণালয়, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়; সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বনিম্ন ৪ স্কোর (৮ শতাংশ) পেয়েছে আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ
- এনজিওদের মধ্যে প্রথম দশটি অবস্থানে রয়েছে ১৯টি প্রতিষ্ঠান - প্রাপ্ত স্কোর ৭ থেকে ২২ এর মধ্যে। সর্বোচ্চ স্কোর ২২ (৪৪ শতাংশ) পেয়েছে কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশাল ট্রান্সফরমেশন
- উদ্বেগজনক গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৮ (শতকরা হার ১৫), অপর্যাপ্ত গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২৭ (শতকরা হার ৫৪), এবং সন্তোষজনক গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩৭ (শতকরা হার ৭৫)

ধরনভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সন্তোষজনক (৬৭% - ১০০%)	অপর্যাপ্ত (৩৪% - ৬৬%)	উদ্বেগজনক (০% - ৩৩%)
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৭৫.৫	২৪.৫	-
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	১৭.৪	৭৬.১	৬.৫
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	৪০.৭	৪৮.১	১১.২
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি	৩.২	৭৪.২	২২.৬
এনজিও	-	৫.১	৯৪.৯
সার্বিক	৩০.৬	৪৪.০	২৫.৪

উল্লেখ্য, ধরনভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রেডিং-এর ক্ষেত্রে গড় স্কোর বা গড় শতকরা হারের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায় নি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত গ্রেডিংয়ের বিন্যাস

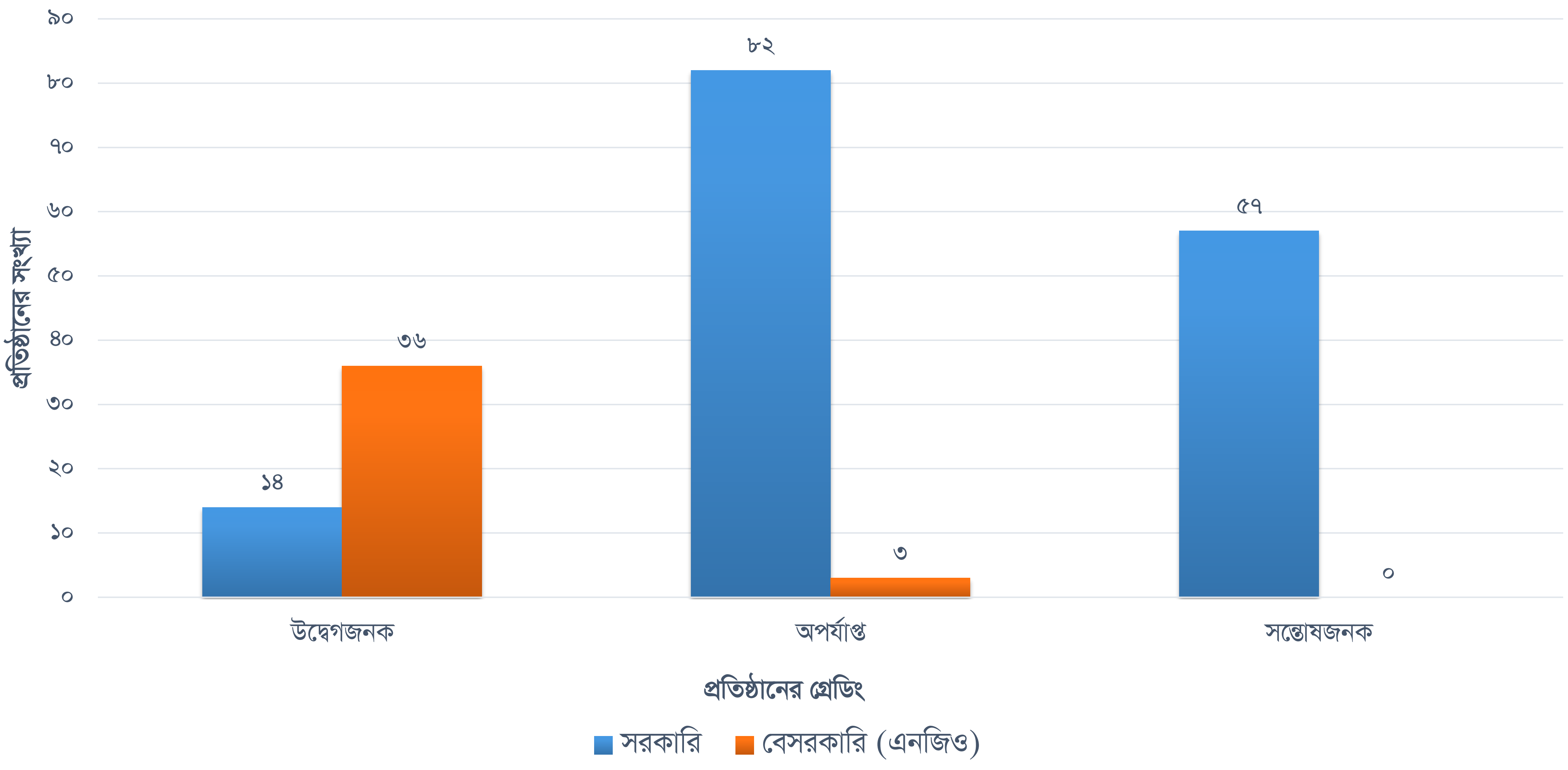

ক্ষেত্রভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রেডিং

(প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭% - ১০০%)	অপর্যাপ্ত (৩৪% - ৬৬%)	উদ্বেগজনক (০% - ৩৩%)
তথ্যের ব্যাপ্তি	২২.৮	৪৫.৬	৩১.৬
তথ্যের প্রবেশগম্যতা	৭৭.২	২১.২	১.৬
তথ্যের উপযোগিতা	০.৬	৬৪.২	৩৫.২
সার্বিক	৩০.৭	৪৪.৩	২৫.০

নির্দেশকের ধরনভেদে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রা

প্রকাশিত তথ্যের ধরন ও প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার

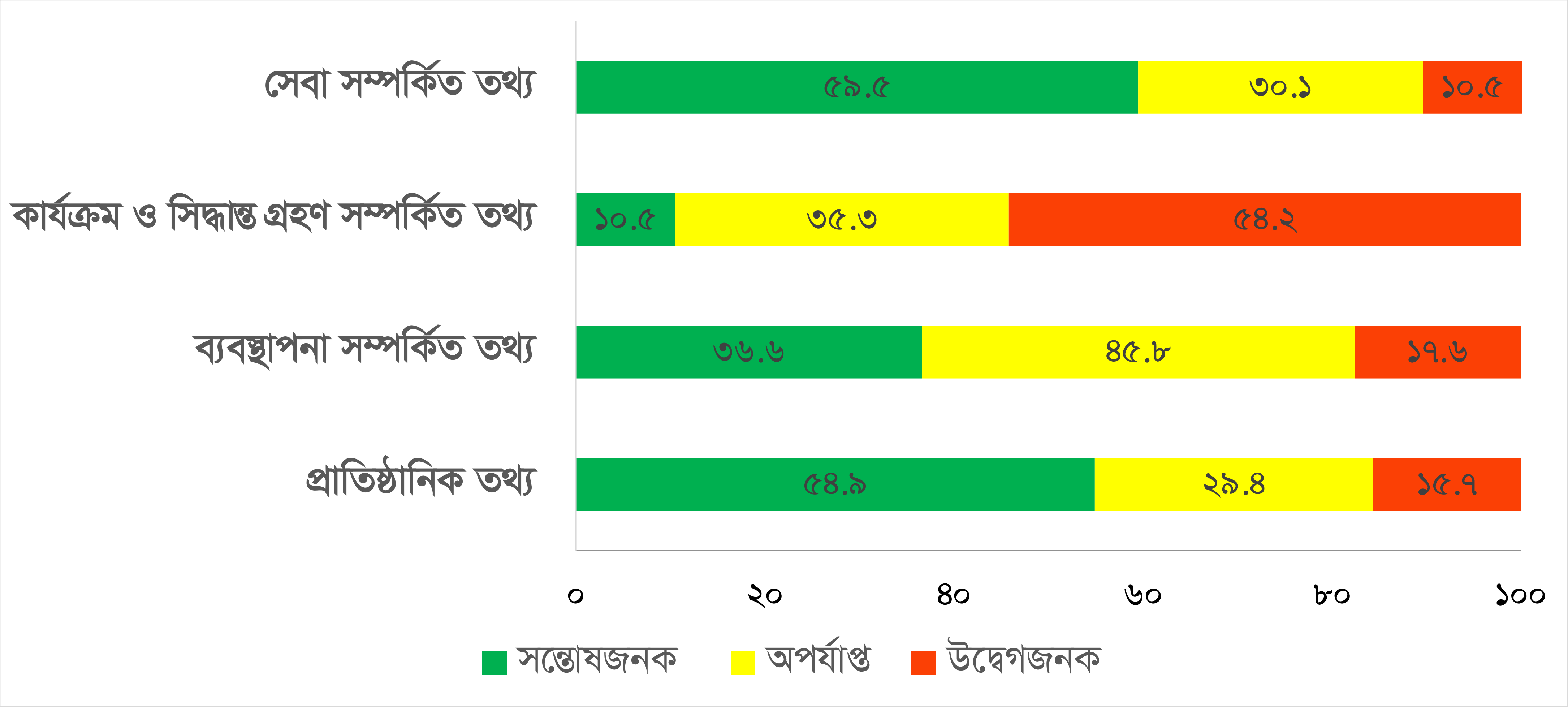

নির্দেশকের ধরনভেদে এনজিও'র তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রা

প্রকাশিত তথ্যের ধরন ও প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার

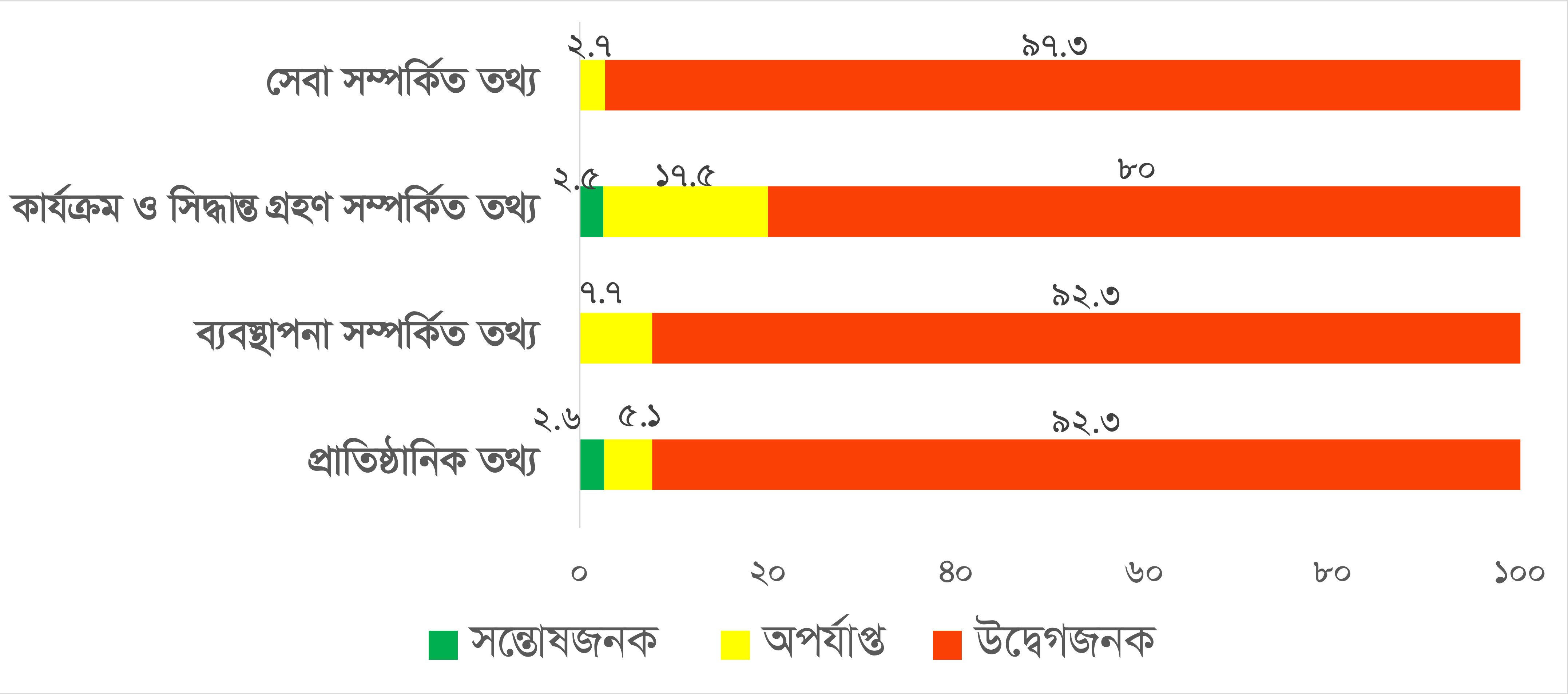

ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের র‍্যাংকিং (উর্ধ্বক্রম অনুসারে)

র‍্যাংকিং (উর্ধ্বক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪২
	পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	৪২
	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪২
২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪১
৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	৪০
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৪০
	বাংলাদেশ সেতু বিভাগ	৪০
	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৪০
	মাদ্রাসা বোর্ড	৪০
	শিল্প মন্ত্রণালয়	৪০
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪০

র‍্যাংকিং (উর্ধ্বক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
৪	বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩৯
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৯
	ভূমি মন্ত্রণালয়	৩৯
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৩৯
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩৯
	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩৯
	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	৩৯
	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৩৯

ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের র‍্যাংকিং (নিম্নক্রম অনুসারে শেষ ২০টি)

র‍্যাংকিং (নিম্নক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	র‍্যাংকিং (নিম্নক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	কাতার চ্যারিটি	৪		হিউম্যান এইড এন্ড রিলিফ অর্গানাইজেশন	৫
	রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল	৪		বাসকো ফাউন্ডেশন	৫
	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪		স্মল কাইন্ডনেস বাংলাদেশ	৫
	প্রিপ ট্রাস্ট	৪		ফ্রেন্ডশিপ	৫
	সলিডারিটিস ইন্টারন্যাশনাল	৪		সেভ দ্যা চিল্ড্রেন	৫
	হেলভেটাস ইন্টারন্যাশনাল	৪		অ্যাকশন কান্ট্রি লা ফেইম	৫
	আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	৪		মেডিসিন স্যানস ফ্রন্টিয়ার্স - হল্যান্ড	৫
	আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ	৪		ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশ	৫
২	ইসলামিক এইড বাংলাদেশ	৫		কমপ্যাশন বাংলাদেশ	৫
	প্রজন্ম রিসার্চ ফাউন্ডেশন	৫		স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	৫

প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে র‍্যাংকিং: মন্ত্রণালয় ও বিভাগ

র‍্যাংকিং (উর্ধ্বক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪২
	পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	৪২
	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪২
২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪১
৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	৪০
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৪০
	বাংলাদেশ সেতু বিভাগ	৪০
	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৪০
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় - মাদ্রাসা বোর্ড	৪০
	শিল্প মন্ত্রণালয়	৪০
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪০

র‍্যাংকিং (নিম্নক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২০
২	আইন ও বিচার বিভাগ	২৪
৩	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৬
৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৯
৫	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩০
৬	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩১
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৩১
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩১
৭	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	৩২
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩২
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩২

প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে র‍্যাংকিং: মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান

র‍্যাংকিং (উর্ধ্বক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	৩৯
২	সমাজসেবা অধিদপ্তর	৩৮
৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	৩৭
৪	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	৩৬
	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	৩৬
	ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়	৩৬
৫	শ্রম অধিদপ্তর	৩৪
	বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	৩৪
৬	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	৩৩
	বন অধিদপ্তর	৩৩

র‍্যাংকিং (নিম্নক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড	৭
২	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড	১৩
৩	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১৫
৪	রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়	১৭
	উপকূলীয় ও চরভূমি পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিদপ্তর	১৭
৫	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর	১৮
৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	২১
৭	কারা অধিদপ্তর	২২
৮	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	২৩
৯	পাট অধিদপ্তর	২৪

প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে র‌্যাংকিং: সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান

র‌্যাংকিং (উর্ধ্বক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৩৯
২	যৌথ মূলধনী কোং. ও ফার্মস নিবন্ধক	৩৮
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩৮
	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পো:	৩৮
৩	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পো:	৩৬
৪	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	৩৫
	বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পো:	৩৫
	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পো:	৩৫
	তথ্য কমিশন	৩৫
৫	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	৩৪
	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩৪

র‌্যাংকিং (নিম্নক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	আইন কমিশন	৮
২	নির্বাচন কমিশন	১৩
৩	পরিকল্পনা কমিশন	১৬
৪	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	১৭
৫	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	১৯
৬	বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল	২০
৭	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	২২
৮	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন	২৩
	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন	২৩
৯	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	২৪

প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে র‍্যাংকিং: সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোং

র‍্যাংকিং (ঊর্ধ্বক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৩৭
২	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স	৩৩
	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড	৩৩
	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	৩৩
	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	৩৩
৩	বাংলাদেশ টেলিভিশন	৩২
	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	৩২
	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৩২
৪	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৩১
৫	কৃষি তথ্য সার্ভিস	৩০

র‍্যাংকিং (নিম্নক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ	৪
২	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	৫
৩	ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন	৬
৪	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	৭
	বাংলাদেশ নৌ বাহিনী	৭
৫	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর	৮
৬	শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	১১
৭	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১৭
৮	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	১৮
৯	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	২০
১০	তদন্ত সংস্থা আন্তঃঅপরাধ ট্রাইবুনাল	২১

প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে র‍্যাংকিং: এনজিও

র‍্যাংকিং (উর্ধ্বক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশাল ট্রান্সফরমেশন	২২
২	ঢাকা আহসানিয়া মিশন	১৯
৩	গণ উন্নয়ন কেন্দ্র	১৬
৪	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার	১৫
	বন্ধু সোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি	১৫
	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ	১৫
৫	সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ	১৪
৬	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১১
৭	অ্যাকশন অন ডিস্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট	১০
৮	গ্লোবাল ওয়ান	৯

র‍্যাংকিং (নিম্নক্রম)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর
১	কাতার চ্যারিটি	৪
	রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল	৪
	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪
	প্রিপ ট্রাস্ট	৪
	সলিডারিটিস ইন্টারন্যাশনাল	৪
	হেলভেটাস ইন্টারন্যাশনাল	৪
	আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	৪
২	ইসলামিক এইড বাংলাদেশ	৫
	প্রজন্ম রিসার্চ ফাউন্ডেশন	৫
	হিউম্যান এইড এন্ড রিলিফ অর্গানাইজেশন	৫

ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়

- তথ্যে প্রবেশগম্যতা - ধরনভেদে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের স্কোর সন্তোষজনক
- তথ্যের ব্যাপ্তি - সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্তোষজনক স্কোর পেলেও কোনো এনজিও সন্তোষজনক স্কোর পায়নি
- তথ্যের উপযোগিতা - অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্কোর অপর্যাপ্ত; অধিকাংশ এনজিওর স্কোর উদ্বেগজনক
- সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান
- অধিকাংশ এনজিওর ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার আইন ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুযায়ী সকল ধরনের তথ্য নেই, হালনাগাদ তথ্য নেই, তথ্য হালনাগাদের তারিখ নেই
- অধিকাংশ এনজিও'র ওয়েবসাইট কেবল ইংরেজি ভাষায়; তবে কোনো কোনো এনজিও'র কিছু তথ্য বাংলায় প্রকাশিত

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চা ও চ্যালেঞ্জ: সার্বিক চিত্র

- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রায়ই পরিপূর্ণ অবগত থাকেন না; ফলে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, প্রচারসহ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি
- আইনি বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ/ প্রদান করার ক্ষেত্রে গোপনীয়তার সংস্কৃতি অব্যাহত
- আপলোডকৃত তথ্য হালনাগাদ করার সময়সীমার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ের উল্লেখ বা সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই
- খুব কম সংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠানের (০.৭ শতাংশ) ওয়েবসাইটে প্রতিবন্ধীদের সেবা সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য থাকলেও কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিওর ওয়েবসাইট ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড/ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়

- ওয়েবসাইট ছাড়াও সরকারি কার্যালয় প্রাঙ্গণে বোর্ড, সিটিজেন চার্টার, বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ
- সোশ্যাল নেটওয়ার্ক (ফেসবুক), পোস্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে সেবা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ
- এনজিও'র বার্ষিক প্রতিবেদন, কার্যালয়ের নোটিস বোর্ড, লিফলেট, ব্রোশিওর ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে চ্যালেঞ্জ: সরকারি প্রতিষ্ঠান

- অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইকনে তথ্য থাকে না; উল্লেখযোগ্য কারণ - সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তথ্য না আসা, কার্যকর তদারকি না থাকা, সমন্বয়ের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ও আপলোড নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি
- ওয়েবসাইটে তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা তুলনামূলক কম; অনেক ক্ষেত্রে তার নিজস্ব পদের দায়িত্ব বেশি থাকায় ওয়েবসাইটের গুণগত মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া বা সে বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ পান না
- অনেক প্রতিষ্ঠানে আইটি বিভাগে ওয়েবসাইটের জন্য নির্দিষ্ট কর্মী নেই; যারা আছেন তাদের অনেকের দক্ষতার ঘাটতি
- কোন বিভাগের কোন তথ্য কখন হালনাগাদ হচ্ছে এবং তা কখন আইটি বিভাগের মাধ্যমে আপলোড হবে ইত্যাদি বিষয়ের কার্যকর সমন্বয় ও তদারকির ঘাটতি

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে চ্যালেঞ্জ: এনজিও

- কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ঠিকানা থাকলেও (৫ শতাংশ) কখনোই প্রবেশগম্য নয়
- আন্তর্জাতিক এনজিও'র নিজস্ব ও পৃথক ওয়েবসাইটের ঘাটতি; আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটের বাংলাদেশে কার্যক্রম সংক্রান্ত পেজ-এ (৩৭.৫ শতাংশ) বিধি অনুযায়ী তথ্যের ধরন/ প্রকার অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি
- ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের বিধিমালা সম্পর্কে অধিকাংশ এনজিও'র তথ্য কর্মকর্তা তেমনভাবে ওয়াকিবহাল নন; ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও এই বিষয়গুলো নিয়ে নির্দেশনার ঘাটতি
- অনেক প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনায় আইটি বিভাগের দক্ষতার ঘাটতি; তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন ওয়েবসাইট তৈরির কাজ চলমান - আরও তথ্যবহুল করার পরিকল্পনা
- অনেক ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কোনো নির্দেশনা বা চিঠি পায় না; কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে প্রতিমাসে এবং প্রতিবছরে জমা প্রদানের চর্চা, এই অজুহাতে ওয়েবসাইটে এসব তথ্য প্রকাশে উদ্যোগের ঘাটতি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সরকারি প্রতিষ্ঠান

- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী অনেক তথ্য প্রকাশিত
- তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে স্কোর সন্তোষজনক; তথ্যের উপযোগিতার ক্ষেত্রে স্কোর অপর্যাপ্ত
- তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস, বিস্তৃতি ও সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান
- কোনো ওয়েবসাইট ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড/ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)

- বিধিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি উদ্বেগজনক - সকল ধরনের তথ্য নেই, হালনাগাদ তথ্য নেই, তথ্য হালনাগাদের তারিখ নেই
- তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে স্কোর অপর্যাপ্ত; তথ্যের উপযোগিতার ক্ষেত্রে স্কোর উদ্বেগজনক
- কোনো ওয়েবসাইট ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড/ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়
- ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চা এখনো সন্তোষজনক নয়
- তথ্যের প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থা লক্ষ করা গেলেও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে কার্যকর উদ্যোগ বাস্তবায়ন প্রয়োজন
- স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না - এ ক্ষেত্রে সরকার, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যমের সমন্বিত প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি
- বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিবান্ধব নয় - দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য নেই এবং ভয়েস এক্টিভেটেড ব্যবস্থা-সংবলিত নয়

সুপারিশ

তথ্যের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ

১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করতে হবে; নির্দেশিকার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে

২. বিধি অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্য গুরুত্ব সহকারে প্রকাশে আরও উদ্যোগী হতে হবে -

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সেবা ও সেবা প্রদানকারীর তথ্য, কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব, সভার সিদ্ধান্ত, বার্ষিক বাজেট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে কতজন, কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য

৩. তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনের ধরন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তথ্যের ঘাটতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ ও তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে

৪. প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত তথ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিযোগ দায়েরের জন্য ওয়েবপেইজে সুনির্দিষ্ট স্থান রাখতে হবে এবং অনলাইনের মাধ্যমে কার্যকর নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে

সুপারিশ ...

তথ্যে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ

৫. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচলিত ফন্টে (ইউনিকোড) প্রকাশ করতে হবে

৬. ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনবলের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে

৭. এনজিও পর্যায়ে ওয়েবসাইটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীসহ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে

সুপারিশ ...

তথ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ

৮. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদকরণের তারিখ উল্লেখ করতে হবে

৯. প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করতে হবে; ওয়েবসাইটকে প্রতিবন্ধিবান্ধব করার উদ্দেশ্যে ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে

সার্বিক সমন্বয় সংক্রান্ত সুপারিশ

১০. প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার কর্মী ও গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে সমন্বিত প্রচারণার উদ্যোগ নিতে হবে

১১. তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের সক্ষমতা ও তদারকি বাড়াতে হবে; তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে

ধন্যবাদ

তথ্যে প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৯৫.৯	৪.১	-
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	৮৯.১	১০.৯	-
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	৯৬.৩	৩.৭	-
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি	৭৭.৪	১৬.১	৬.৫
এনজিও	২৭.৫	৭০.০	২.৫
সার্বিক	৭৭.২	২১.২	১.৬

তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৬৫.৩	৩২.৭	২.০
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	১৩.০	৭১.৭	১৫.৩
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	১৮.৫	৬৬.৭	১৪.৮
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি	৩.২	৫৮.১	৩৮.৭
এনজিও	-	৭.৫	৯২.৫
সার্বিক	২২.৮	৪৫.৬	৩১.৬

তথ্যের উপযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	-	৮৫.৭	১৪.৩
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	২.২	৮৭.০	১০.৮
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	-	৮১.৫	১৮.৫
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি	-	৬৪.৫	৩৫.৫
এনজিও	-	-	১০০
সার্বিক	০.৬	৬৪.২	৩৫.২

ধরনভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত গড় স্কোর

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সন্তোষজনক	অপর্যাপ্ত	উদ্বেগজনক
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৩৭	২৯	-
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	৩৬	২৮	১২
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	৩৬	২৫	১২
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি	৩৭	২৭	৭
এনজিও	-	২০	৮
সার্বিক	৩৭	২৭	৮

ধরনভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত গড় শতকরা হার

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সন্তোষজনক (৬৭% - ১০০%)	অপর্যাপ্ত (৩৪% - ৬৬%)	উদ্বেগজনক (০% - ৩৩%)
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৭৬	৫৮	-
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	৭২	৫৬	২৩
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	৭২	৫০	২৫
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি	৭৪	৫৪	১৪
এনজিও	-	৪১	১৫
সার্বিক	৭৫	৫৪	১৫